দৈনিক খবর

তারিখ 15 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

বাংলা ব্যবহারে অনীহা কেন?

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে সরকারী দফতরে নথি ও চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে কেউ কেউ বাংলার পরিবর্তে ইংরেজী ব্যবহার করছেন জানতে পেরে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হচ্ছি। সপ্তাহ দু'য়েক আগে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দীন সরকার এক অনুষ্ঠানে ভাষণদান প্রসঙ্গে বলেছিলেন, উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আবার ইংরেজী চালুর বিষয়টি বর্তমান সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। এ সরকারের কোন কোন মন্ত্রী ও কর্মকর্তার ইংরেজীপ্রীতির প্রবণতা সংবিধানের সুস্পষ্ট লংঘন বলে আমরা মনে করি।

স্বাধীনতার দীর্ঘ বাইশ বছর পরে একটি নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের একটি অংশ দেশে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এবং প্রশাসনিক কাজকর্মে বাংলার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা পুনঃপ্রবর্তনের কথা কি করে বিবেচনায় আনতে পারেন তা ভেবে আমরা বিস্মিত হচ্ছি। এমনকি রক্তঝরা অমর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবাহী মহান ফেব্রুয়ারী মাসে সরকারের উচ্চতর পর্যায়ে একশ্রেণীর কর্মকর্তার মন-মানসিকতায় মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অনীহার ক্ষুরণ ঘটতে দেখে জনগণ দারুণভাবে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হয়েছেন।

গত শনিবারের দৈনিক সংবাদে প্রথম পাতায় 'এখন আর তিরস্কার করা হয় না' শিরোনামে প্রকাশিত একটি খবরে দেখা গেল, কোন কর্মকর্তা সরকারী কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহারে অনীহা প্রদর্শন তথা সরকারী নির্দেশ অমান্য করলে এখন আর তিরস্কৃত হন না। অথচ ৫/৬ বছর আগেও বাংলা ভাষা ব্যবহারে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করলে তাকে লিখিতভাবে তিরস্কার করা হতো। এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের পর পত্রিকাটির স্টাফ রিপোর্টার জানান, সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় অনেক ক্ষেত্রে চিঠিপত্র, নথি ও প্রতিবেদন আজকাল বাংলার পরিবর্তে ইংরেজীতে লেখা হচ্ছে। এর আগের এক প্রতিবেদনে পত্রিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছিল, সরকারী কোনরকম সিদ্ধান্ত ছাড়াই সরকারী কর্মকর্তাদের এসিআর ফরম থেকে বাংলা ভাষা ব্যবহার সম্পর্কিত একটি ছক গায়েব করে ফেলা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে এ ধরনের গুরুতর অনিয়ম ঘটছে কি করে সেটিই জিজ্ঞাস্য।

প্রশাসনিক কাজকর্মে রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন অমার্জনীয় অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। এ ধরনের কার্যকলাপ অসদাচরণের শামিল। তাই এ সম্পর্কে যে সব কর্মকর্তা সরকারের বিঘোষিত নীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে চলেছেন তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জরুরী মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

উল্লেখ্য, '৭৫ সালের ১২ই মার্চ রাষ্ট্রপতির এক আদেশে বলা হয় : 'সকল সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে কেবলমাত্র বাংলা মাধ্যমে নথিপত্র লিখতে হবে। এ বিষয়ে কোন অন্যথা হলে বিধি লংঘনকারীকে আইনানুগ শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।'

১৯৮৪ সালে তদানীন্তন সরকার এই মর্মে নির্দেশ জারি করেন যে, 'সরকারী কর্মচারীরা অফিসের কাজকর্মে বাংলা ভাষা ব্যবহার না করলে তা চাকরিবিধির পরিপন্থী হিসেবে গণ্য হবে এবং অসদাচরণ হিসেবে ধরা হবে।' উক্ত নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষা ব্যবহারে গাফিলতির দায়ে ১৯৮৭ সালে ২৫ জন সরকারী কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে তিরস্কার করা হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানে স্পষ্টাক্ষরে বলা হয়েছে : 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।' এরপরেও যে সব কর্মকর্তা বাংলার পরিবর্তে বিদেশী ভাষা ব্যবহার করেছেন বা করছেন তাদেরকে সংবিধান লংঘনকারী হিসেবে গণ্য করতে হবে। আমরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দকে এইমর্মে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি যে, রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রতি কোনরকম অমর্যাদা প্রদর্শন করলে এবং সরকারী কাজকর্মে বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করা হলে জনগণ তাকে ক্ষমা করবে না। সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা কঠোর হস্তে দমনের জন্য আমরা সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবী জানাচ্ছি।